কন্থৌজম সুরঞ্জিত-এর মনিপুরি কবিতা

অনুবাদঃ থোঙাম সন্জয়

কাল

এই নিশিথনিদ্রায়
দেখছি শূন্যে ডানামেলা লাইরেম্বি মহাকাল

সঙ্গী শুধু
আজন্ম স্বাধীনতাপ্রত্যাশী
ছোট ছোট বাবুই

উড়তে উড়তে
যেখানে সমাপ্তিরেখারও শেষ
সেখানে কি অপেক্ষায় থাকে না
শ্যামারঙ ডিঙা?

এভাবে যেতে যেতে
চলে আসে ধীর পায়ে, প্রত্নস্মৃতি
এ নিদ্রামগ্ন উপকূলীয় মাঠ ভালোবেসে, যেন
হামাগুড়ি দিয়ে চলা পরিব্রাজকের
সমস্ত শীতল শরীর

লাইরেম্বি: মনিপুরিদের পৌরাণিক দেবী বিশেষ

মূল: "ঙসি"

বনসাইটিকে ঘিরে

পরিচিত দুরত্বে হাতের স্থির ছুরি
ধীরলয়ে গড়ে তোলে এক প্রিয় প্রতিমা।

জন্মান্তরের দিনে
বিগত দিনের তালুতে উঠে আসা
গাছের শেকড়ে লেগে থাকা মাটি
ঝরে ঝরে মিশে যায় ঘরে।

বিস্তৃত আকাশি প্রত্যাশায় চিত্রার্পিত মুখে
ছুঁয়ে যাওয়া বিন্দু বিন্দু জলের ক্ষণিক অস্থিরতা
প্রবল চিন্তার বাঁকে গড়েছিল কারুকাজ!

যে হাত প্রলম্বিত সিদ্ধ ইকেবানায়
সেও ক্রমশ এগিয়ে চলে–

নিমগ্ন বনদেবী
অথবা
বৈঠকখানার অবশেষ বনসাইটিকে ঘিরে

গড়ে ওঠে যেভাবে যৌথমানুষ।

মুল: *“বনসাইদুবু কোয়দুনা”*